ঝিনাইদহ দস্যুতা মামলার সাজাপ্রাপ্ত দুই পলাতক আসামী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ থেকে র্যাব-৬ এর হাতে দস্যুতা মামলার সাজাপ্রাপ্ত ও অর্থদন্ডপ্রাপ্ত ২জন পলাতক আসামি র্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছে।

বুধবার সকালে ঝিনাইদহ র্যাব-৬ এর কোম্পানী কমান্ডার ইসতিয়াক আহম্মেদ স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানা যায়, ১৮ জুলাই রাতে র্যাব-৬ (ঝিনাইদহ ক্যাম্প) এর একটি চৌকস আভিযানিক দল গোপন সংবাদের মাধ্যমে জানতে পারে যে, দস্যুতা মামলার ৫ বছর ৩ মাসের সাজাপ্রাপ্ত ও অর্থদন্ডপ্রাপ্ত ২ জন পলাতক আসামী ঝিনাইদহ জেলার সদর থানা এলাকায় অবস্থান করছে।

উক্ত সংবাদের ভিত্তিতে অভিযানিক দলটি একই তারিখ ঝিনাইদহ জেলার সদর থানাধীন হাটগোপালপুর এলাকায় একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে উক্ত সাজাপ্রাপ্ত ও অর্থদন্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামী আজাদ শেখ (৪৮) ও অনিক ওরফে সাদ্দাম (২৪) কে গ্রেপ্তার করে। তারা উভয়ে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানার বাসিন্দা।

গ্রেপ্তারকৃত আসামীদ্বয়কে কালীগঞ্জ থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

মেহেরপুরের সেই মাটি খেকো নেতার বিরুদ্ধে এবার কোর্টে মামলা দায়ের

মেহেরপুর সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের মাটি খেকো সেই যুবলীগ নেতা মুঞ্জুরুল ইসলাম ও মো: রিপনের বিরুদ্ধে আদালতে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সদর উপজেলার খোকসা গ্রামের মৃতু ফরজ আলীর ছেলে সাদিকুর রহমান ওরফে ফকির বাদী হয়ে ৪৪৭/৩৭৯/৪২৭/৫০৬ পিসি ধারায় এই মামলাটি করেন। যার মামলা নং সিআর ৫১৬/২০২৩ইং।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, বাদির কেনার জন্য বায়নাকৃত জমিতে মঞ্জুরুল ইসলাম অবৈধভাবে প্রবেশ করে এসকেবেটর দিয়ে মাটি কেটে একই সাথে সরকারি জমিরও মাটি কেটে প্রায় ৩০০ ট্রলি মাটি বিক্রি করেছে। মাটির আনুমানিক মূল্য আড়াই লাখ টাকা। মামলার বাদী আরও বলেন, আসামিরা মাটি কেটে আমার ক্ষতি সাধন করেছেন। আমি খবর পেয়ে এসকেভেটর বন্ধ করার জন্য গেলে তারা মারার জন্য আমার দিকে ছুটে আসে। এসময় আমি প্রাণ ভয়ে সেখান থেকে পালিয়ে আসি।

জানা গেছে, আমঝুপি ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ও স্থানীয় মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মুঞ্জুরুল ইসলাম দীর্ঘদিন যাবৎ এসকেভেটর দিয়ে বিভিন্ন স্থানের মাটি কেটে স্থানীয় ইটভাটাগুলোতে সরবরাহ করে থাকেন। তিনি শুধূ এলাকার পতিত জমিই নয়, সরকারি বেসরকারি সব জমিতেই জোর করে অবৈধভাবে মাটি কেটে মোটা অংকের টাকা নিয়ে বিক্রি করে বলে জানান স্থানীয়রা।

উল্লেখ্য যে, ১৯ জুলাই মেহেরপুর প্রতিদিনে ” মেহেরপুরের খোকসাতে সরকারি জমির মাটি কাটার অভিযোগ” শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এদিকে আদালত তাদের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে।

আলমডাঙ্গায় পুলিশের অভিযানে ট্যাপেন্টাসহ দুইজন আটক

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ সাইফুল ইসলাম (২৯) ও রাসেল (২৫) নামের দুইজনকে আটক করেছে।

আজ মঙ্গলবার রাত ৯টার দিকে বাবুপাড়া থেকে তাদেরকে ৫০পিস

ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ আটক করে পুলিশ।

আটক সাইফুল ইসলাম কালিদাসপুর স্কুলপাড়ার সাদেক আলী মালিতার ছেলে ও রাসেল গোবিন্দপুর গ্রামের ইউনুস আলীর ছেলে।

জানাগেছে, কালিদাসপুর স্কুলপাড়ার সাইফুল ইসলাম গোবিন্দপুর স্কুলপাড়ার রাসেল দীর্ঘদিন ধরে পুর্লিশের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাদক দ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি করে আসছিল। মঙ্গলবার রাতে আলমডাঙ্গার বাবুপাড়ায় ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি হচ্ছে বলে পুলিশের কাছে সংবাদ আসে। সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানার এসআই হাদীউজ্জামান সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে তাদের দুজনকে আটক করে পুলিশ। আটকের পর তাদের কাছ থেকে ৫০ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। এ ব্যাপারে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় জেলা প্রশাসকের বদলিজনিত বিদায় সংবর্ধনা

চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খানঁ ও জেলা প্রশাসক পত্নী মেহনাজ খাঁন বাঁধনকে আলমডাঙ্গা উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বদলিজনিত বিদায় সংবর্ধনা জানানো হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬ টায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন এবং বিদায়ী জেলা প্রশাসকের দৃষ্টিনন্দিত কর্মের স্মৃতিচারণ করে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার স্নিগ্ধা দাস।

উপজেলা রিসোর্স সেন্টারের ইন্সট্রাকটর আনারুল ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বিদায়ী জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খাঁন। তার আগেই বিদায়ী বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক পত্নী মেহনাজ খাঁন বাঁধন। জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম খাঁন চুয়াডাঙ্গা জেলায় দায়িত্ব পালনকালে নানামুখী উন্নয়ন, দক্ষতা ও সফলতার কথা তুলে ধরে

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আয়ুব হোসেন।

আরও বক্তব্য রাখেন আলমডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র হাসান কাদির গনু, সহকারী কমিশনার ভুমি রেজওয়ানা নাহিদ, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা সোহেল রানা, প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা আব্দুল্লাহিল কাফি, প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এনামুল হক, উপজেলা জনস্বাস্থ্য বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী হাসিবুজ্জামান, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মাকসুরা জান্নাত, তথ্য আপা স্নিগ্ধা দাস, বীর মুক্তিযোদ্ধা মইনুদ্দিন পারভেজ, আইলহাঁস ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিনহাজ উদ্দীন, নাগদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিপুল জোয়াদ্দার, ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহানুর রহমান সোহান, জেহালা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মকলেছুর রহমান সিলন, কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশাদুল হক মিকা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ সহ স্থানীয় গণমাধ্যমকর্মীগণ। বিদায় অনুষ্ঠান শেষে উপজেলা পরিষদ, উপজেলা প্রশাসন ও ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে জেলা প্রশাসককে ভালোবাসার নিদর্শন স্বরূপ পৃথক পৃথকভাবে সম্মাননা স্মারক ও ফুলেল শুভেচ্ছা প্রদান করা হয়।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকারের অভিযান, ৩ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

আলমডাঙ্গা উপজেলায় বিভিন্ন অপরাধে ৩ প্রতিষ্ঠানকে ১৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে খাদেমপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকার বেকারি ও মুদি দোকানে অভিযান চালিয়ে এ জরিমানা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর চুয়াডাঙ্গা জেলার সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ।

জরিমানাকৃত প্রতিষ্ঠানগুলো হলো- উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের বটিয়াপাড়া গ্রামের মুদি ব্যবসায়ী মেসার্স ইসমাইল স্টোর থেকে ফ্রিজ ও র্যাক থেকে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পানীয়, বিস্কুট, শিশুখাদ্য ও অন্যান্য পণ্য জব্দ করা হয়। এছাড়া মেয়াদ মুল্য বিহীন পণ্য ও নিম্নমানের শিশুখাদ্য বিক্রয়, পণ্যের মুল্য তালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে দোকান মালিক ইসমাইলকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করেন। এছাড়াও, খাদেমপুর বটতলা এলাকার মেসার্স ফারুক স্টোরের মালিক মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ও মেয়াদ বিহীন পণ্য সংরক্ষণ করে বিক্রয় ও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করার অপরাধে মো: ফারুক হোসেনকে ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পরবর্তীতে, শিয়ালমারি গ্রামে মেসার্স রহমত ফুড বেকারিতে অস্বাস্থ্যকরভাবে বেকারি পণ্য তৈরির অপরাধে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

দামুড়হুদা হাউলী ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শনে ইউএনও রোকসানা মিতা

দামুড়হুদা ০৬নং হাউলী ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন করলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) রোকসানা মিতা।

আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে তিনি সরজমিনে ইউনিয়ন পরিষদের সমস্ত কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এসময় তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সকল কার্যক্রম ভালো ভাবে পরিচালনা করার জন্য বিভিন্ন দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। পরিষদের সমস্ত রেজিস্ট্রার চেক করেন। পরিদর্শন শেষে তিনি পরিষদের পরিচালিত কার্যক্রমে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, সচিব নাঈম হোসেন, ইউপি সদস্য শহিদুল ইসলাম, আ: হান্নান পটু, শাহজামাল, সেলিম উদ্দিনসহ ইউনিয়ন পরিষদের সকল ইউপি সদস্য ও অনান্য সদস্য বৃন্দ।

ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন শেষে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, পরিষদের সার্বিক কার্যক্রম সন্তোষজনক। কয়েকটি

রেজিস্ট্রার হালনাগাদ ছিলো না, সেগুলো হালনাগাদ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

এসময় তিনি বলেন, বর্তমান সরকার ডিজিটাল বাংলাদেশ এর গণ্ডি পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশে পদার্পণ করছে, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে নিরলস ভাবে কাজ করতে হবে। বাল্যবিবাহ ও মাদক নির্মূল করতে উপজেলা প্রশাসন সর্বদা সজাগ ও ইউনিয়ন পরিষদের সকল সদস্যদেরকে কাজ করতে হবে এবং তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করবেন। এক্ষেত্রে কোন রকম অনিয়ম সহ্য করা হবেনা।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এ সময় ভালো কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ৪১ জনকে ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হয়। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল মামুনের সভাপতিত্বে জুলাই মাসের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুন উক্ত কল্যাণ সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অফিসার- ফোর্সদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। পূর্ববর্তী কল্যাণ সভায় উপস্থাপিত বিষয়ে সমাধানসহ সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন। চাহিদার প্রেক্ষিতে থানা/ক্যাম্প/ফাঁড়িতে দাপ্তরিক ব্যবহার্য জিনিস-পত্রাদি প্রদান করেন। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশে কর্মরত অফিসার ফোর্সদের বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করায় এবং দাপ্তরিক কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করায় ভালকাজের স্বীকৃতি স্বরূপ সর্বমোট ৪১ জনকে পুলিশ সুপার ক্রেস্ট, সার্টিফিকেট ও নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন।

উক্ত কল্যাণ সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোঃ আবু তারেক, সহকারী পুলিশ সুপার(দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, চুয়াডাঙ্গা পুলিশ হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার, মোঃ আলমগীর কবীর, ডিআইও-১, জেলা বিশেষ শাখা,

সকল অফিসার ইনচার্জগণ, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক, আরআই, আরওআই, টিআই (প্রশাসন), সকল ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সকল পর্যায়ের অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ।

মেহেরপুর পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-১১

মেহেরপুর জেলা পুলিশের ১২ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে বিভিন্ন মামলার ১১ জন আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

এদের মধ্যে গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মাদক মামলার ১ আসামি, মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে চুরি ও মাদক মামলায় ৮ জন ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে মারামারি মামলার ২ আসামি গ্রেফতার হয়েছে।

সোমবার দিবাগত রাতের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে আজ মঙ্গলবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক টিম অভিযান চালিয়ে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশ এই অভিযান চালান।

আজ মঙ্গলবার (১৮ জুলাই) বেলা ১১ টার দিকে গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছে।

আলমডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতে ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

আলমডাঙ্গা ভ্রাম্যমাণ আদালত ৪ প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা করেছে। মেয়াদোত্তীর্ণ মালামাল বিক্রয়সহ বিভিন্ন অপরাধে ওই ৪টি প্রতিষ্ঠানে গতকাল সোমবার বিকেলে এ অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে ৪টি প্রতিষ্ঠানে ৪ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার সহকারী কমিশনার ভূমি রেজওয়ানা নাহিদের নেতৃত্বে বিকেলে পৌর শহরের চার তালার মোড়ের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য রাখা, পাটজাত মোড়ক ব্যবহার না করা, মূল্যতালিকা না টাঙানোর অপরাধে মুদিব্যবসায়ী সাইদুর রহমানকে ১হাজার টাকা, বিজেস কুমার রামেকাকে ১ হাজার টাকা, আব্দুল লতিফকে ১ হাজার টাকা, অমিত ভৌতিকাকে ১ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালত।

ভ্রাম্যমান আদালতের সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার এসআই দেবাষিশসহ সঙ্গীয় ফোর্স।

আলমডাঙ্গার সমাজসেবা কর্মকর্তাকে মারপিটের ঘটনায় থানায় মামলা

আলমডাঙ্গা উপজেলা সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইনকে মারপিটের ঘটনায় একই দপ্তরের কর্মরত উচ্চমান সহকারী (হিসাব রক্ষক) মনিরুজ্জামানকে আসামীকে করে মামলা দায়ের করেছেন।

গতকাল সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টায় আলমডাঙ্গা থানায় এ মামলা দায়ের করেন সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইন। এর আগে উপজেলার সকল

কর্মকর্তাদের উদ্যোগে সকাল ১০ টায় উপজেলা নির্বাহী অফিসার কক্ষে জরুরী প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
মামলার বিষয়ে নিশ্চিত করেন আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক অফিসার ইনচার্জ (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ।

জানাগেছে, গত রবিবার দুপুর সাড়ে ৩ টার দিকে উচ্চ সহকারী (হিসাব রক্ষক) মনিরুজ্জামানকে জেলা সমাজ সেবা অধিদফতর (ডিজি) বরাবর চিঠি তৈরি করতে নির্দেশ দেন উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার নাজমুল হুসাইন। চিঠিতে একাধিক ভুল থাকায় তাকে পূণরায় সংশোধন করতে বলায় মনিরুজ্জামান তার উপর আক্রমণ করেন।

এসময় ক্ষিপ্ত হয়ে কর্মকর্তাকে শারীরিক ভাবে লাঞ্ছিত করে। এতে নাজমুল হুসাইন শারীরিকভাবে অসুস্থ হলে হারদি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে তিনি বাড়িতে ফিরে যান। ঘটনার পরপরই জেলা সমাজ সেবা অধিদফতরের (ডিজি) ও আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার সমাজ সেবা অফিস পরিদর্শন করেন। পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিভিন্ন কর্মকর্তারা হাসপাতালে দেখতে যান নাজমুল হুসাইনকে। ঘটনার পরের দিন গতকাল সোমবার সকাল ১০ টায় সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইনকে মারপিটের ঘটনায় উপজেলার সকল কর্মকর্তারা জরুরী মিটিয়ের আয়োজন করেন। সকল কর্মকর্তাদের সম্মতিক্রমে নাজমুল হুসাইন বাদী হয়ে সকাল সাড়ে ১১ টায় আনিসুজ্জামানের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

এবিষয়ে আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক ওসি বিপ্লব কুমার নাথ জানান, সোমবার সকালে সমাজ সেবা কর্মকর্তা নাজমুল হুসাইন বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন। আইননুসারে আসামী গ্রেপ্তারে চেস্টা চালানো হচ্ছে।